মীলাদ, শবে বরাত ও মীলাদুন্নবী কেন বিদ'আত ?

হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ুব

মীলাদ, শবে বরাত
ও
মীলাদুন্নবী কেন বিদআ'ত?

হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব

আল-ইসলাহ প্রকাশনী

http://islaminonesite.wordpress.com

মীলাদ, শবে বরাত ও মীলাদুন্নবী কেন বিদআ'ত?
হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব

প্রকাশক ঃ মুহাম্মদ সুলতান মাহমুদ

পরিবেশনায় ঃ আল-ইসলাহ্ প্রকাশনী
হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর ২০০০ ঈসায়ী (৩০০০ কপি)

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০০ ঈসায়ী (৫০০০ কপি)

তৃতীয় প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৩ ঈসায়ী (৫০০০ কপি)

চতুর্থ প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০০৫ ঈসায়ী (৫০০০ কপি)

গ্রন্থস্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রচ্ছদ ঃ তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
২২১, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০
ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১১২৭৬২

বিনিময় ঃ ১৭/= টাকা মাত্র

http://islaminonesite.wordpress.com

بسم الله الرحمن الرحيم

লেখকের কথা

ইসলামের স্বর্ণযুগ ও গৌরবময় ইতিহাসের বহু পর হতে এখন পর্যন্ত মুসলিম সমাজে বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে কারো জন্ম-মৃত্যুতে, দোকান-পাট উদ্বোধনে, সুখে-দুঃখে, নতুন বাড়ীতে, বিভিন্ন দিবসে যে মীলাদ মাহফিলের রেওয়াজ চলে আসছে বা মহা ধুমধামে ১৪ই শা'বান দিবাগত রাত্রে তথা ১৫ই শা'বান এর রাত্রিতে যে ইবাদাত বন্দেগীতে রাত কাটানোর রেওয়াজ চালু রয়েছে অথবা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম বার্ষিকীর (মীলাদুন্নবীর) নামে ১২ই রবিউল আউয়ালে যে সব কর্মকাণ্ড করা হচ্ছে তা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় বা তাঁর মৃত্যুর পর চার খলীফার সময় ছিল না এমনকি সাহাবাদের পরবর্তী তাবিঈদের সময় এবং তাঁদের পরবর্তীতে তাবিতাবিঈনদের সময় এবং প্রচলিত চার মাযহাবের ইমামদের সময়ও এর কোনরূপ অস্তিত্বই ছিল না।

মীলাদুন্নবী ও মীলাদের প্রচলন শুরু হয় ২০০ হিজরীতে মতান্তরে ৬০০ হিজরীতে এবং শবে বরাত চালু হয় ৪০০ হিজরীতে। এ সকল অনুষ্ঠান সমাজের মানুষ অন্ধভাবে অনুসরণ করে যাচ্ছে কিন্তু এগুলোর সঠিক তথ্য ও ইতিহাস না জেনে খুবই মহব্বত ও আন্তরিকতার সহিত পালন করে রসূল প্রেমিক সাজছে অথচ এসব কর্মকাণ্ডগুলো ধর্মের নামে নবাবিষ্কৃত বা বিদআ'ত যার দলীল কুরআন ও সহীহ হাদীসে নেই। যার বিস্তারিত ইতিহাস এই বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষী আমাদের চাইতে অনেকগুণ বেশী রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসতেন সাহাবীগণ। কিন্তু সেসব সাহাবাগণ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় বা তাঁর মৃত্যুর পর ধর্মের নামে বা নাবীর প্রেমে এগুলো কি করেছেন? এর দৃষ্টান্ত ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যাবে? অথবা তাবিঈগণ কি এগুলো করেছেন? তাবি তাবিঈনগণ করেছেন? কিংবা প্রচলিত চার মাযহাবের ইমামগণ অথবা তাদের সময়

http://islaminonesite.wordpress.com

কেহ করেছেন? মোটেই না! তাহলে কি তাঁদের চাইতেও নাবীর প্রেম আমাদের বেশী? কখনোই নয়।

ইসলামের নামে ধর্মের মধ্যে নতুন সংযোজন এর অবকাশ নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে ধর্ম হিসেবে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾

আজ আমি তোমাদের দীনকে পূর্ণ করে দিলাম, আর আমার নি'আমাত সমূহকে পূর্ণ করে দিলাম। (সূরা আল-মায়িদাহ ৩)

আর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যারা আমাদের হুকুম সমূহের মধ্যে নতুন কোন জিনিস প্রবর্তন করবে, যা আমাদের দ্বারা প্রবর্তিত নয়, তা বাতিল। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হাঃ ১/১৩৩)

তাই প্রতিটি আ'মালেরই সঠিক ভিত্তি বা দলীল জেনে তবেই আ'মাল করতে হবে অন্যথায় বিদআ'তী আমল করে চললে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফাআ'ত থেকে বঞ্চিত হতে হবে- যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। আল্লাহ আমাদের সঠিক আ'মাল করার তাওফিক দিন। আমীন।

এই বই লিখতে যেয়ে যেসব জ্ঞানীগুণীদের বই থেকে সহায়তা নেয়া হয়েছে এবং যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। **পরিশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমার মরহুম আব্বা মোঃ ইদু মিয়া, দাদা-দাদী এবং নানা-নানীর এবং সকল মু'মিন মুসলিমদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি।**

বইটিতে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ হবো এবং ইনশা-আল্লা-হ চতুর্থ সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

বিনীত
মুহাম্মাদ আইয়ূব

http://islaminonesite.wordpress.com

অভিমত

শাইখুল হাদীস মাওলানা আহমাদুল্লাহ রাহমানী সাহেব বলেন ঃ

"মীলাদ, শবে বরাত ও মীলাদুন্নবী কেন বিদআ'ত?" এই বইয়ের লেখক হাফেয মুহাম্মাদ আইয়ূব যা কিছু লিখেছে আমার মতে তা খুব ঠিক এবং শরীআ'ত সম্মত।

আহমাদুল্লাহ রাহমানী

অধ্যক্ষ, মাদ্রিরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া

৭৮, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা- ১২০৫

http://islaminonesite.wordpress.com

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নম্বর

১। শবে বরাত ৭
২। শবে বরাতের অর্থ ৭
৩। শবে বরাত কিভাবে এলো ৭
৪। শবে বরাতের নামে যা করা হচ্ছে ৯
৫। শবে বরাতের রাত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে ভুল ধারণা ৯
৬। শবে বরাতের গুরুত্ব সম্পর্কিত দলীলগুলো ত্রুটিযুক্ত ১১
৭। শবে বরাত সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য ১২
৮। শা'বান মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ১৪
৯। মীলাদ ১৫
১০। মীলাদ ও ঈদে মীলাদুন্নবীর অর্থ ১৫
১১। মীলাদ ও মীলাদুন্নবীর ইতিহাস ১৫
১২। ঐতিহাসিকভাবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম তারিখ কোন্‌টি ১৯
১৩। ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী পালন অবৈধ ২০
১৪। সমাজে মীলাদের গুরুত্ব ২১
১৫। কিয়ামের নামে যা করা হচ্ছে ২২
১৬। মীলাদুন্নবী পালন কেন বিদআ'ত ২৩
১৭। মীলাদ সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য ২৫
১৮। কিয়াম সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য ২৬
২৯। মীলাদুন্নবী উদযাপন সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য ২৭
২০। দরূদের গুরুত্ব ও ফাযীলাত ২৮
২১। দরূদের নামে যা পড়া হচ্ছে ২৯
২২। মীলাদ পাঠকারীদের প্রতি জিজ্ঞাসা? ৩১
২৩। আহ্বান ৩২
২৪। গ্রন্থপঞ্জী ৩২

http://islaminonesite.wordpress.com

بسم الله الرحمن الرحيم

শবে বরাত

ইসলামী চান্দ্র মাস শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত্রিটি ভারতীয় উপমহাদেশে শবে বরাত বলে পরিচিত। এ রাত্রিতে, শবে বরাতের নামে যে সব কর্মকাণ্ড করা হচ্ছে তার ভিত্তি কুরআন হাদীস থেকে পাওয়া যায় না। এটা ইসলামের সোনালী যুগের ৪শত বছর পর বারমাকা নামক এক শ্রেণী অগ্নিপূজকদের দ্বারা আবিস্কৃত যার উদ্দেশ্যও মহৎ নয় অথচ সমাজের মানুষ ধর্মের নামে এই নব আবিস্কৃত বিদআ'তী কর্মকাণ্ডের ভিত্তি না জেনে সমাজে প্রচলিত রীতির সাথে গা ভাসিয়েই চলছে। কোন ধর্মীয় কাজ যত আকর্ষণীয় ও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হোক না কেন যদি সে কাজের সমর্থন কুরআন হাদীসে না থাকে তা হলে মান্য করা যাবে না। কেননা সেটা বিদআ'ত বলে গণ্য হবে। আর তা অনুসরণ করলে গুনাহগার হতে হবে। তাই শবে বরাতের ইতিহাস এবং এ সম্পর্কে জ্ঞানীগুণীদের অভিমত ও বিদআ'তী কর্মকাণ্ডের পরিণাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরা হলো।

শবে বরাতের অর্থ

'শব' অর্থ রাত্রি আর 'বরাত' অর্থ মুক্তি। তাই শবে বরাত এর অর্থ হচ্ছে মুক্তির রাত্রি। উল্লেখ্য শব ফার্সী শব্দ আর বরাত আরবী শব্দ। অর্ধেক ফার্সী আর অর্ধেক আরবী শব্দ সহযোগে কোন আরবী নাম হতে পারে না। আর এ শব্দ সম্পর্কে কুরআন-হাদীস থেকে কোন তথ্যও পাওয়া যায় না।

তবে বিভিন্ন দুর্বল ও জাল হাদীসে শবে বরাতের রাত্রিকে "লাইলাতুন নিস্‌ফে মিন শা'বান" বা অর্ধেক শা'বানের রাত্রি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

শবে বরাত কিভাবে এলো

ইসলামী সন ৪০০ হিজরীর পূর্বেই সকল অগ্নিপূজকদের রাজ্যসমূহ মুসলিমদের দখলে এসে যায়। এরই মধ্যে "বারামাকা" নামক এক শ্রেণীর অগ্নিপূজক প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করে কিন্তু সত্যিকার অর্থে মনে প্রাণে তারা অগ্নিপূজকই থেকে যায়। তাই এরা মুসলিমদের ছদ্মাবরণে অগ্নিপূজার এক নতুন পন্থা হিসেবে উদ্ভাবন করে শবে বরাত নামক বিদআ'তটি। সলাতুর রাগায়েব নামে চালু করে একটি সলাত (নামায)। এই সলাত (নামায) ১০০ রাক'আত। এটাই শবে বরাতের সলাত (নামায) বলে খ্যাত। তারা এ সলাতের জন্য জাঁকজমকের সাথে মুসলিমদের লেবাসে মাসজিদে হাজির হত, সাধারণ মুসলিমদের মত সলাত পড়তো, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল অগ্নিপূজা। এরা শবে বরাতে এই সলাতের জন্য মাসজিদের ভিতরে ও বাইরে অসংখ্য আলো জ্বালাতো, সম্পূর্ণ মাসজিদকে আলোতে ডুবিয়ে রেখে অগ্নিমন্দিরে পরিণত করতো। এভাবে আগুন দিয়ে গোটা মাসজিদকে সাজিয়ে যখন সলাত আদায় করতো তখন তাদের

চারদিকেই থাকতো আগুন। এই সলাত পড়ার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি নয় বরং আগুন পূজা ও আগুনকে সিজদাহ্ করানো। বারামাকা নামক সেই মুসলিম নামধারী ছদ্মবেশী অগ্নিপূজকদের ফাঁদে পা দিয়ে সরলমনা ও অশিক্ষিত মুসলিমরাও মাসজিদে জমা হতো।

৪৪৮ হিজরীতে বাইতুল মুকাদ্দাসে (মাসজিদুল আকসায়) সর্বপ্রথম শবে বরাতের এই প্রচলন শুরু হয়। তৎকালীন ইমামগণ শবে বরাতের এই রীতি তাদের মাসজিদগুলোতে চালু করে। উদ্দেশ্য ছিল মাসজিদে বেশী লোক উপস্থিত করে ইমামের জনপ্রিয়তা অর্জন করা। ইমামগণ তাদের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করার জন্য শবে বরাতের এই রাত্রে মাসজিদে উপস্থিত লোকদের মাঝে বহু ফাযীলাতের ওয়াজ ও সলাতের (নামাযের) অশেষ নেকী পাওয়ার বানোয়াট বিবরণ পেশ করতো। যে ইমাম শবে বরাতের যত বেশী বানোয়াট ওয়াজ ও তাফসীর করতে পারতো সে মাসজিদে ততবেশী লোক জমা হতো। ইমামদের এই ভিড় বাড়ানোর উদ্দেশ্য ছিল বাদশাহদের নিকট তাদের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করা। বাদশাহগণ গদির স্বার্থে জনপ্রিয় লোকদের হাতে রাখতে চাইতো। তাই ইমামদের মধ্যে জনপ্রিয়তার লড়াইয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে এই শবে বরাতকে নির্বাচিত করেছিল। জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে ইমামদের মর্যাদা বিচার করতো বাদশাহগণ। কারণ সে সময় ঈদের জামাআ'ত সহ সরকারী প্রতিনিধিদের দ্বারা সলাত (নামায) পড়ানো হতো। তাই কোন্ ইমামের ভক্ত সংখ্যা বেশী তা প্রমাণ করার জন্য শবে বরাত ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না।

তাই তারা ঐ সকল অগ্নিপূজারূপী সলাতকে লোক জমায়েত করার কাজ কর্মের সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করতো। যার ফলে ব্যাপকভাবে জনসাধারণ জমা হতো বাইতুল মুকাদ্দাসে। এই বিদআ'ত ৩৫২ বছর পর্যন্ত চলার পর তা বন্ধ করে দেয়া হয়। বন্ধ হয়ে যায় সিরিয়া, মিশর সহ সকল আরব এলাকাতে। কিন্তু ইরানে অজ্ঞাতভাবে চলতে থাকে। সেই ইরান থেকে চলে আসে ভারতীয় উপমহাদেশে। অগ্নিপূজকদের অগ্নিপূজার সলাত (নামায) গ্রহণ করলো ভারতের নও মুসলিমগণ তাদের পূর্বপুরুষদের দীপালী পূজার অনুকরণে। ভারতের দীপালী পূজার ভক্তরা মুসলিম হয়ে দীপালী পূজা ছেড়ে দিয়ে আগুন পূজার উদ্দেশে সৃষ্ট এই শবে বরাতকে মহা ধুমধামে গ্রহণ করলো সেই সকল মুসলিম যারা প্রকৃতপক্ষে দীপালী পূজার ভক্ত ছিল। তারা মুসলিম বাদশাহদের নিকট স্বার্থ হাসিলের জন্য মুসলিম হলো কিন্তু শবে বরাতের মাধ্যমে আগুন দেবতার পূজাও চালু রাখলো। (মিরকাত ২য় খণ্ডের তৃতীয় অংশ ১৯৭ ও ১৯৮ পৃষ্ঠা)

এভাবেই ভারতীয় উপমহাদেশে এই বিদআ'তী কর্মকাণ্ড শুরু হয়ে এই পর্যন্ত চলছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ব্যাপক মুসলিম জনগোষ্ঠী এখনো এর উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে এটাকে ধর্মীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ দিবস মনে করে এই বিদআ'তী আ'মাল করে চলেছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

অথচ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের শরীআ'তে এমন কিছু আবিস্কার করে বসে যা তার অঙ্গীভূত নয় তা প্রত্যাখ্যাত ও বাতিল। (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত হাঃ ১/১৩৬)

উল্লেখ্য ঃ এই রাত্রে ক্ববর জিয়ারতে যাওয়ারও কোন নির্দেশ নেই। বাকীউল গরকদ (জান্নাতুলবাকী) ক্ববরস্থানে মৃতদের জন্য দু'আ মাগফিরাত করতে আদিষ্ট হয়ে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে গিয়েছিলেন। কারণ তা না হলে তিনি অন্যান্য সাহাবাদের এমন কি খাদেমদেরও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আর এভাবে সাহাবায়ি কিরাম এবং রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার-পরিজন ঐ রাতে ক্ববরস্থানে দু'আ করার জন্য কখনো গিয়েছিলেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায় না। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম শবে বরাতে জাগেননি বরং লাইলাতুল ক্বদরেই নিজেও জেগেছেন এবং তাঁর পরিবার পরিজনকেও জাগ্রত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। (বুখারী হাঃ ১৮৮২, মুসলিম হাঃ ২৬৫৪)

শবে বরাতের নামে যা করা হচ্ছে

সন্ধ্যা হলে নারী ও পুরুষদের গোসল করা, নতুন পোষাক পরা, মাসজিদকে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা, পটকা ফোটানো, আতশবাজি করা, বাড়ী-ঘর-ক্ববরস্থান ও মাসজিদে মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালানো, হালুয়া রুটি খাওয়া ও বিতরণ করা, সারা রাত্র জেগে ১০০ রাকআ'ত সলাত (নামায) আদায় করা, মিলাদ পড়া, কুরআন তিলাওয়াত ও খতম পড়ানো, ক্ববরস্থানে গিয়ে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা, এই রাত্রে মৃত ব্যক্তিদের রূহ আত্মীয় স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে বলে সারারাত জেগে বসে থাকা ইত্যাদি শবে বরাতের রাত্রে করা হয়।

এগুলো সবই বিদআ'ত ও অনৈসলামিক রসম রেওয়াজ। তাই এগুলো প্রত্যেক মুসলিমের পরিত্যাগ করা উচিত এবং সর্বাবস্থায় হিন্দুয়ানী ও বিজাতীয় রীতি নীতি অনুসরণ থেকে বিরত থাকা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। এ সম্পর্কে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দীনের মধ্যে নুতন কিছু সংযোজনের ব্যাপারে তোমরা সাবধান! কারণ প্রতিটি নুতন সংযোজন বিদআ'ত। আর প্রতিটি বিদআ'তই গোমরাহী এবং প্রতিটি গোমরাহীর ঠিকানা জাহান্নাম– (আবূ দাঊদ, তিরমিযী)। তবে অন্যান্য রাত্রের মত সাধারণ ই'বাদাত বন্দেগী করা যাবে কিন্তু এই রাত্রে বিশেষ কোন ই'বাদাতের কোন বিশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান নেই।

শবে বরাতের রাত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে ভুল ধারণা

কুরআন মাজীদে যে লায়লাতুম মুবা-রাকার (মহিমান্বিত রাত্রি) কথার উল্লেখ আছে এবং এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا﴾

এটাতো সে রাত যে রাত্রিতে প্রতিটি বিষয়ের বিজ্ঞতাপূর্ণ ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে প্রকাশ করা হয়। (সূরা আদ-দুখান ৪)

এ সম্পর্কে ইকরামার মত তাফসীরবিদদের ধারণা এই যে, এই লায়লাতুল মুবা-রাকা শা'বানের মধ্য ভাগের রাত্রি। এই রাত্রিতে প্রত্যেক ব্যক্তি, জাতি ও দেশের ভাগ্য নির্ধারণ করে আল্লাহ তায়ালা তার মালাইকাদের (ফেরেশতাদের) নিকট অর্পণ করেন। অন্য দিকে ইবনু আব্বাস (রাঃ), ইবনু উমার (রাঃ), মুজাহিদ (রাঃ), কাতাদাহ (রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ) সহ অন্যান্য তাফসীরবিদ লায়লাতুম মুবা-রাকা বলতে শবে ক্বদরকে উল্লেখ করেছেন যা রামাযান মাসে আগমন করে (অর্থাৎ রামাযানের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯শে রাতগুলির যে কোন একটি রাত) (ইসলামী বিশ্বকোষ ২৩ তম খণ্ড ৪৯ পৃঃ)

লাইলাতুল বারআত অর্থাৎ মাগফিরাতের রাত্রি। বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর ইবনু কাসীরের লেখক হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর বরাতের রাত্রে তকদীর বণ্টনের হাদীস উল্লেখের আগে বলেন ঃ এই হাদীসটি মুরসাল, এর দ্বারা কুরআনের সিদ্ধান্ত পাল্টানো যায় না। সূরা আদ-দু'খানের ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ অর্থাৎ ঐ রাত্রে প্রত্যেক বিজ্ঞানময় কাজের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সে রাত্রটি হলো বারকাত সমৃদ্ধ রাত্রি যে রাত্রে কুরআন অবতরণ আরম্ভ হয়। এই সম্পর্কে ইবনু কাসীর বলেন ঃ সে রাত্রিটি ক্বদরের রাত্রি। সেটি শবে বরাতের রাত্রি নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

আমি বারকাত সমৃদ্ধ রাত্রিতে কুরআন অবতীর্ণ করেছি। (সূরা আদ-দু'খান ৩)

অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

আমি ক্বদরের মহিমান্বিত রাত্রিতে কুরআন অবতীর্ণ করেছি। (সূরা ক্বদর ১)

এই ক্বদরের রাত্রিটি যে রামাযান মাসে তার প্রমাণ পবিত্র কালামে পাক থেকেই পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

রামাযান মাসেই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি। (সূরা আল-বাক্বারাহ ১৮৫)

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট হলো ঃ সূরা আদ-দু'খানে যে বারকাত সমৃদ্ধ রজনীর কথা বলা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে রামাযান মাসের ক্বদরের রাত্রি। এই ক্বদরের রাত্রিতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয় এবং নবুওয়াতের দীর্ঘ ২৩ বছরে তার শেষ হয়। সুতরাং সে রাত্রটি অবশ্যই বারকাত সমৃদ্ধ লাইলাতুল ক্বদর ; আর তা শবে বরাত নয়। ১৫ই শা'বানের রাত্রিকে যারা ভাগ্য রজনী বলে আখ্যায়িত করেছেন, তাদের নিকট সহীহ দলীল প্রমাণ বলতে কিছুই নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com

শবে বরাতের গুরুত্ব সম্পর্কিত দলীলগুলো ত্রুটিযুক্ত

শবে বরাতের গুরুত্ব সম্পর্কে যে সব হাদীস তুলে ধরা হয় সে সব হাদীস এবং এগুলোর ব্যাপারে প্রখ্যাত আলিমগণের মতামত তুলে ধরা হলো ঃ

১। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– অর্ধেক শা'বানের দিবসে তোমরা সিয়াম (রোযা) পালন করবে আর রাত্রে ই'বাদাত করবে কারণ এ রাত্রে আল্লাহ সূর্যাস্তের পর থেকেই দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন আর বলতে থাকেন, আছ কি কোন ক্ষমাপ্রার্থী আস আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেই ; আছ কি কোন রিয্ক অন্বেষণকারী, আস আমি তোমাদের রিয্ক প্রদান করি। আছ কি এ রকম আছ কি এ রকম–ফজর পর্যন্ত এরূপ বলতে থাকেন। (ইবনু মাজাহ)

এই হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। এর সূত্রে আবূ বকর বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আবূ সামুরাহ কোরাইশী আমেরী নামক জনৈক রাবী রয়েছেন তাকে মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসজালকারী বলে অভিহিত করেছেন। ইমাম যাহাবী মীযানুল এ'তেদালে বলেছেন– ইমাম বুখারী প্রমুখও একে যঈফ (দুর্বল) বলেছেন। ইমাম নাসাঈ একে পরিত্যক্ত বলে অখ্যায়িত করেছেন।

২। জননী 'আয়িশাহ্, মুয়ায বিন জাবাল, উম্মু সালামাহ্, আম্‌র বিন 'আস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবাগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, অর্ধেক শা'বানে আল্লাহ বান্দাদের প্রতি তাঁর রাহমাতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং বনী কলবের বকরীর লোমের পরিমাণ লোককে ক্ষমা করেন, কিন্তু মুশরিক, অংশীবাদী কাফির, আর হিংসুকদের ক্ষমা করা হয় না, যতক্ষণ না তারা শির্‌ক, কুফর আর হিংসা বিদ্বেষ পরিত্যাগ করে– (তিরমিযী ও নাসাঈ)। **এই হাদীসটিও ত্রুটিযুক্ত ও সহীহ্ নয়। মুহাদ্দিসীনদের মতে এ সম্পর্কে বর্ণিত সব কয়টি হাদীসই যঈফ (দুর্বল)।** (তাহযীবুত তাহযীব ২য় খণ্ড ১৯৬ পৃঃ, তিরমিযীর ভাষ্য, তুহফাতুল আহওয়াযী ২য় খণ্ড ৫২ পৃষ্ঠা)

৩। জননী 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন ঃ একদিন রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিছানায় না দেখতে পেয়ে সন্দেহ বশতঃ ওড়না নিয়ে তাঁর খোঁজে বের হলাম এবং বাকীউল গরকদ (জান্নাতুল বাকী) নামক ক্ববরস্থানে দেখতে পেলাম। অতঃপর বাড়ীতে ফিরে যেতে উদ্যত হতেই রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ শেষ করে ফিরে চললেন, আমি দ্রুত গতিতে বাড়ী ফিরে বিছানায় আশ্রয় নিলাম। কিন্তু আমার শ্বাস-প্রশ্বাস জোরে বের হতে থাকে, ফলে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন- 'আয়িশাহ, তোমার শ্বাস জোরে বের হচ্ছে কেন? আমার আগে তুমিই দ্রুত গতিতে ফিরে আসছিলে নাকি?

http://islaminonesite.wordpress.com

আমি বললাম, জী, হ্যাঁ। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কি মনে করেছ যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমার প্রতি অবিচার করবেন? তুমি কি জান? আজকের রাত্রিটি কি? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা হচ্ছে লাইলাতুন নিসফে মিন শা'বান অর্থাৎ অর্ধেক শা'বানের রাত্রি। এ রাত্রে আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন আর বান্দাদের ডেকে ডেকে বলেন, আছ কি কোন ক্ষমা প্রার্থী! আস আমার কাছে, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেই, আছ কোন রিয্ক প্রার্থী। আস আমি তোমাদের রিয্ক দান করি, আছ কোন সুস্থতার প্রার্থী? আস আমি তোমাদের সুস্থ করে দিই। কে আছ অমুক, কে আছ অমুক এমনভাবে ফজর পর্যন্ত আহ্বান করতে থাকেন। (বায়হাকী মুরসাল সূত্রে)

এছাড়াও এ সম্পর্কে আরো কতিপয় হাদীস বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে একটি হাদীসও সহীহ্ ও ক্রটিমুক্ত নয়। (ইসলামের দৃষ্টিতে শা'বান ও শবে বরাত মওঃ মুনতাসির আহমদ রহমানী ৬,৭ পৃষ্ঠা)

শবে বরাত সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য

✪ **বিশ্ববিখ্যাত আলিম, হাদীস বিশেষজ্ঞ ও সউদী আরবের ফাতাওয়া বিভাগের সাবেক প্রধান আল্লামা আব্দুল আযীয আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেছেন ঃ** বর্তমানে প্রচলিত বিদআ'ত সমূহের মধ্যে একটি বিদআ'ত হচ্ছে শবে বরাত পালন করা ও এ দিনে সিয়ামরত (রোযা) থাকা। কিছু সংখ্যক লোক ধর্মের নামে এটা চালু করে দিয়েছে অথচ শরীআ'তে এর সমর্থনে যে সকল যঈফ হাদীস পেশ করা হয়, তার কোনটার উপরই নির্ভর করা যায় না। এর অনেকগুলিই বানোয়াট, কপোলকল্পিত জাল হাদীস মাত্র। শবে বরাতকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজে যে আক্বীদাগত বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তা আরো মারাত্মক। সামাজিক কারণে শবে বরাতকে একটি উৎসবে পরিণত করে বাড়ীতে, মাসজিদে ও ক্ববরস্থানে আলোক সজ্জা, ঘরে ঘরে হালুয়া রুটির ব্যবস্থা, পটকাসহ বিভিন্ন ধরনের আগুনের খেলায় মেতে উঠা, দলবদ্ধভাবে ক্ববরস্থান যিয়ারত করা, কুরআন শরীফ খতম পড়া, আয়োজন প্রভৃতি সবই অন্ধ অনুকরণ, সীমালঙ্ঘন, ব্যয় বহুল এবং জঘন্য অনাচার। (আত্‌তাহযীরু মিনাল বিদ'আ– হাফেয মাওঃ রুহুল আমীন কর্তৃক বাংলা অনুবাদ কৃত বই-এর ১৯ ও ২৬ নং পৃষ্ঠা, সাপ্তাহিক আরাফাত ৩১ বর্ষ ৩০ তম সংখ্যা)

✪ **মক্কার দারুল উলুম্ হাদীসের শিক্ষক শাইখ মুহাম্মাদ বিন জামিল যাইনু** তার ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনে ইসলামী দিক নির্দেশনা নামক (বাংলা অনুবাদকৃত) পুস্তকে ৪৬ পৃষ্ঠায় বিদআ'তসমূহের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- মিলাদ পড়া, শবে মিরাজ ও ১৫ই শা'বানের রাত্রে ই'বাদাত বন্দেগী করে কাটানো। (অর্থাৎ এগুলো বিদআ'ত।)

http://islaminonesite.wordpress.com

✪ **আল্লামা আবূ মা-মাহ্ (মৃত- ৬৬৪ হিঃ) বলেন,** এই মুসলিম নামধারী অগ্নিপূজারীগণ সর্বপ্রথম ইসলামে বাতি জ্বালানো ও ইসলামকে খেলতামাশায় পরিণত করার চেষ্টা করে। অথচ এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোন নির্দেশ নেই। না সলাত পড়ার কথা আর না বাতি জ্বালানোর ব্যাপারটা। শরীআ'তে মুহাম্মাদিয়্যাহ্কে নিয়ে ছিনিমিনি খেলাকারী যেসব ব্যক্তিরা এই বাতি জ্বালানো বিদআ'ত সৃষ্টি করে তারা অগ্নিপূজার ধর্মে আকৃষ্ট ছিল। কারণ, আগুনই ছিল তাদের উপাস্য। বারমাকা নামে এক সম্প্রদায় (যারা আগে অগ্নিপূজক ছিল) এই বিদআ'ত সর্বপ্রথম ইসলামে আমদানী করে (বাগদাদ নগরীতে)। অতঃপর বাকি সমস্ত ইসলামী শহর ও নগর (তদানীন্তন ইসলামী খিলাফতের রাজধানী) বাগদাদের অনুসরণ করে। (কিতা-বুল বা-য়িস আলা-ইনকা-রিল বিদায়ী ওয়ালহাওয়া-দিস ১২৮ পৃষ্ঠা, আলআম্রু বিলাইত্তিবা' অন্নাহয়ু আনিল ইবতিদা' ১৭৭-১৭৮ পৃষ্ঠা)

✪ **উপমহাদেশের অন্যতম খ্যাতনামা রিজালশাস্ত্রবিদ শাইখ আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী সাহেব বলেন–** ১৫ই শা'বানের রাত্রের সলাতকে কোন এক শ্রেণীর মানুষ লাইলাতুল ক্বদর অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ইহা হল জাতির দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। কুরআন ও সহীহ্ হাদীসে ঐ ক্বদরের রাত্রির ফযিলত অকাট্য দলীলে প্রমাণিত এবং এ সম্পর্কে বছরের নির্দিষ্ট রামাযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রে সংঘটিত হওয়ার কথা বর্ণিত থাকা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর মানুষ ১৫ই শা'বানকে তাক্বদীরের রাত্রি বলে গলদ ধারণায় সারা রাত্রি সলাতে কাটায় যা প্রকাশ্য গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মদীনায় দীর্ঘ দশ বৎসরের মধ্যে কোন এক বছরেও সাহাবাগণ (রাঃ) লাইলাতুল ক্বদরের ন্যায় ১৫ই শা'বানের রাত্রে সলাত আদায় করেননি, অথবা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর পর সাহাবাগণ (রাঃ) রামাযান মাসে জামাআ'ত সহকারে যেমন তারাবীহ্ সলাত আদায় করেছেন, অনুরূপভাবে কোন মাসজিদে, নিজস্ব মহল্লায় অথবা বাসগৃহে জমায়েত হয়ে জামাআ'তসহ কিংবা একাকী ১৫ই শা'বানের রাত্রে সলাত আদায় করেননি। (রসূলুল্লাহ সঃ-এর সলাত এবং আক্বীদাহ ও জরুরী সহীহ্ মাসআলাহ ২৪৩-২৪৪ পৃষ্ঠা)

✪ **বিশিষ্ট মুফাস্‌সিরে কুরআন ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী বলেন ঃ** ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় শবে বরাত বলে কোন অনুষ্ঠান নেই, সুতরাং শবে বরাতের দিন গোটা রাত জেগে সলাত আদায় করতে হবে, এ সম্পর্কে হাদীসে কোন উল্লেখ নেই। আপনার ইচ্ছে হলে আপনি যে কোন দিন যত রাক'আত খুশী নফল সলাত আদায় করতে পারেন। (গবেষণা সাময়িকী আল বাছায়ের, সীরাতুন্নবী ১৪২৪ হিজরী সংখ্যা)

http://islaminonesite.wordpress.com

শা'বান মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

শা'বান মাসটি অতি সম্মানীয়। এ মাসই মহিমান্বিত রামাযানুল মোবারকের আগমনের খোশবার্তা বিশ্ববাসীকে দিয়ে যায়। এ জন্য নাবীকুল শিরোমণি রহমাতুল্লিল আ'লামীন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসে দু'আ করতেন ঃ

আল্লা-হুম্মা বা-রিক্‌লানা- ফী রাজাবা ও শা'বানা ওয়া বাল্লিগনা- রামাযানা

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাদের জন্য রজব ও শা'বান মাসে বারকাত নাযিল কর আর আমাদেরকে রামাযান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও", যাতে আমরা রামাযানুল মোবারকের অফুরন্ত রাহমাত ও বারকাত হাসিল করে নিজেদের ধন্য করতে পারি। (মিশকাত)

এছাড়া রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিমান্বিত রামাযানের পর শা'বান ব্যতীত অন্য কোন মাসে অধিক সিয়াম (রোযা) পালন করতেন না, যত তিনি শা'বান মাসে রাখতেন। এ সম্পর্কে আবূ দাউদ, নাসাঈ ও তিরমিযী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে–

'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অন্য কোন মাসে শা'বানের চেয়ে বেশী সিয়াম (রোযা) পালন করতে দেখিনি। তিনি শা'বানের অধিকাংশ সময় সিয়াম (রোযা) পালন করতেন। (তিরমিযী হাঃ ৬৮৫)

কোন কোন হাদীসে এটাও উল্লেখ আছে যে, এ মাসেই আল্লাহর দরবারে মানুষের আ'মালের বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করা হয়। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি পছন্দ করি যেন আল্লাহর দরবারে আমার আ'মাল এ অবস্থায় পেশ করা হয় যে, আমি সিয়াম (রোযা) অবস্থায় আছি। কারণ সিয়াম আল্লাহর নিকট অতি প্রিয় আমল। (তিরমিযী)

তবে অর্ধেক শা'বানের পর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মাতকে সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন।

এ সম্পর্কে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– শা'বানের অর্ধেক বাকী থাকতে আর সিয়াম (রোযা) রেখ না। (আবূ দাউদ, তিরমিযী হাঃ ৬৮৬)

অতএব নির্দিষ্টভাবে নিসফে মিন শা'বান বা ১৫ই শা'বানে সিয়াম রাখার কোন সহীহ্ হাদীস বর্ণিত হয়নি।

http://islaminonesite.wordpress.com

মীলাদ

পাক ভারত ও বাংলার মুসলিম সমাজে প্রচলিত ও সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং ব্যাপকভাবে পালনীয় অনুষ্ঠানটি হচ্ছে মীলাদ মাহফিল ও মীলাদুন্নবী দিবস। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের সূচনায় মীলাদ যেন অপরিহার্য এবং মহা ধুমধামে ঈদে মীলাদুন্নবী উৎসব পালন করা যেন বিরাট সাওয়াবের কাজ। অথচ এই মীলাদ এর কথা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস কোনটিতেই নেই। অথবা মীলাদ কোন সাহাবী, তাবিঈ, তাবি তাবিঈ, কোন ইমাম করেছেন বা করতে বলেছেন তার কোন দলীল প্রমাণও নেই। এটা কোন নির্ভরযোগ্য আলিমের দ্বারাও চালু হয়নি। এমনকি যারা এর ধারক বাহক হয়ে সমাজে এগুলো পালন করে আসছেন তারাও স্বীকার করে থাকেন যে, এটার কোন দলীল নেই। মীলাদ চালু হয়েছে রাজা বাদশাহ বা স্বল্প শিক্ষিত সুফীদের দ্বারা। তাই সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত নাবী প্রেমের নামে এই মীলাদ বা ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা ইসলামের কোন অংশ নয়। বরং এটা ধর্মের নামে নবআবিষ্কৃত বিদআ'ত। তাই এখানে মীলাদুন্নবী ও মীলাদের সূচনা, তার ইতিহাস, মীলাদ ও কিয়ামের নামে যে সব শিরকী ও বিদআ'তী কাজ হচ্ছে এবং এ সম্পর্কে হানাফী আলিমদের সহ বিখ্যাত জ্ঞানী-গুণীদের মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। যেন সমাজে প্রচলিত এসব বিদআ'ত থেকে জাতি মুক্ত হতে পারে।

মীলাদ ও ঈদে মীলাদুন্নবীর অর্থ

আরবী 'মীলাদ' শব্দের অর্থ জন্মের সময়- (আল-কামূস ১ম খণ্ড, ২১৫ পৃঃ, নওলকিশোর ছাপা, মিসবা-হুল লুগা-ত ৯৫৪ পৃঃ, ৫ম খণ্ড সংস্করণ, দিল্লী ছাপা)। এবং ঈদে মীলাদুন্নবীর অর্থ হচ্ছে নাবীর জন্মদিনের আনন্দোৎসব। বর্তমানে ১২ই রবিউল আউয়ালকে ঈদে মীলাদুন্নবী অর্থাৎ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মের আনন্দ উৎসব দিবস বলে জোর প্রচার করা হচ্ছে। যদিও রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মদিবস নিয়ে বিভিন্ন রকম মত আছে তার মধ্যে ১২ই রবিউল আউয়ালের মত হচ্ছে অন্যান্য মতের তুলনায় দুর্বল। এ সম্পর্কে সামনে আলোচনা করা হয়েছে।

মীলাদ ও মীলাদুন্নবীর ইতিহাস

মীলাদুন্নবী তথা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম উৎসব পালনের সূচনার ইতিহাস ঃ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়, খুলাফায়ে রাশেদীনদের সময় বা উমাইয়া খলিফাদের যুগে এগুলো ছিল না। এর বীজ বপন করে আব্বাসীয় খলিফাদের যুগে জনৈক মহিলা। মাদীনাহ শরীফে প্রিয় নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা মোবারক যিয়ারত করার ও সেখানে দু'আ করার যে ব্যবস্থা রয়েছে ঠিক সেভাবে আল্লাহর নাবী সল্লাল্লাহু

http://islaminonesite.wordpress.com

'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাক্কাহয় যে ঘরে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন সেই ঘরটির যিয়ারত ও সেখানে দু'আ করার প্রথা সর্বপ্রথম চালু করেন বাদশাহ্ হারুনুর রশিদের মা খায়যুরান বিবি (মৃত্যু ১৭৩ হিজরী ৭৮৯ ঈসায়ী)। পরবর্তীকালে ১২ই রবিউল আউয়ালকে আল্লাহর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস ধরে নিয়ে তীর্থ যাত্রীগণ ঐ ঘরে এসে দু'আ করা ছাড়াও বারকাতের আশায় ভূমিষ্ট হওয়ার স্থানটি স্পর্শ ও চুম্বন করতো- (ইবনু জুবায়ের ১১৪, ৬৩ পৃঃ ও আল-বতালুনী ৩৪ পৃঃ)। এখানে ব্যক্তিগত যিযারত ছাড়াও একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হতো। তা ইবনু জুবাইরের (মৃত্যু ৬১৪ হিঃ) গ্রন্থের ১১৪ ও ১১৫ পৃষ্ঠায় প্রথম জানা যায়।

অতঃপর হিজরীয় চতুর্থ শতকে উবাইদ নামে এক ইয়াহুদী ইসলাম গ্রহণ করে। তার নাম রাখা হয় উবাইদুল্লাহ। তিনি নিজেকে ফা-তিমাহ (রাঃ)-এর সম্ভ্রান্ত বংশধর বলে দাবী করেন এবং মাহদী উপাধি ধারণ করেন। এঁরই প্রপৌত্র (পৌত্রের ছেলে) মুয়িয লিদীনিল্লাহ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের জন্মবার্ষিকীর অনুকরণে ছয় রকম জন্মবার্ষিকী ইসলামে আমদানী করেন। এবং মিশরের ফাতিমী শিয়া শাসকরা মুসলিমদের মধ্যে জন্মবার্ষিকী পালনের রীতি চালু করেন। এই ফাতিমী শিয়া খিলাফতের প্রতিষ্ঠাতা আবূ মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ ইবনু মায়মূন প্রথমে ইয়াহূদী ছিলেন- (আল বিদা-য়াহ আননিহাইয়া একাদশ ১৭২ পৃষ্ঠা)। কারো মতে তিনি ছিলেন অগ্নিপূজারী- (মাকরিজীর আল খুতাত আল আ-সার ১ম খণ্ড ৪৮ পৃষ্ঠা)। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, মিশরের ফিরআউন জন্মোৎসব পালন করতেন– (ফাতা-ওয়া নাযীরিয়্যাহ ১ম খণ্ড, ১৯৯ পৃঃ)। ফিরআউন ছিল ইয়াহুদী। তারপর ঐ ইয়াহুদী রীতি খৃষ্টানদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। ফলে তারা তাদের নাবী ঈসা (আঃ)-এর জন্মবার্ষিকী 'ক্রিসমাস ডে' পালন করতে থাকে।

মুসলিমদের মাঝে এই জন্মবার্ষিকী রীতি চালু হওয়ার একশ তিন বছর পর অর্থাৎ ৪৬৫ হিজরীতে আফজাল ইবনু আমীরুল জাইশ মিশরের ক্ষমতা দখল করে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আলী (রাঃ), ফাতিমাহ (রাঃ), হাসান (রাঃ), হোসেন (রাঃ)-এর নামে সহ প্রচলিত ছয়টি জন্মবার্ষিকী পালনের রীতি বাতিল করে দেন- (মিশরের মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ রচিত আহসানউল কালা-ম ফী মাইয়্যাতা আল্লাকু বিস সুন্নাতি অল বিদআ'তী মিনাল আহকাম, ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা বরাতে তাম্মিহু উলিল আবসা-রা ইলা কামা লিদ্দিন আমা ফিল বিদআ'য়ী মিনাল আখতা-র, ২৩০ পৃষ্ঠা)। এরপর ত্রিশ বছর বন্ধ থাকার পর ফাতিমী শিয়া খলিফা আমির বি-আহকা- মিল্লা-হ পুনরায় এই প্রথা চালু করেন। তখন থেকেই জন্মবার্ষিকী পালনের রীতি চালু হয়ে এখনও চলছে। (ঐ ২৩০-২৩১ পৃষ্ঠা)

ঐতিহাসিক অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায়, জন্মবার্ষিকী পালনের এই রীতি ঐ মিলাদ প্রথা খলিফা মুস্তালি বিল্লা-হর প্রধানমন্ত্রী বদর আল জামালী বাতিল করে দেয়। এবং তার মৃত্যুর পর পুনরায় চালু হলে পরবর্তীতে কুরআন-হাদীসের অনুসারী সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ূবী এই সব জন্মবার্ষিকী ও

http://islaminonesite.wordpress.com

মীলাদ প্রথা বাতিল করে দেন। কিন্তু সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ূবীর ভগ্নিপতি আরবিলের শাসনকর্তা মুজাফফরউদ্দিন ছাড়া কেউ এর বিরোধিতা করেন নাই। ঐতিহাসিকরা বলেন যে, বাদশাহ মোজাফফরউদ্দিনের মীলাদ মাহফিল গুলোতে নামধারী সুফীরা উপস্থিত হন এবং এই মাহফিল ফজর থেকে যোহর পর্যন্ত চলত। বাদশাহ এই মীলাদের জন্য তিনলক্ষ স্বর্ণমুদ্রারও অধিক বেশী খরচ করতেন। (মাকরিজীর আল খুতাত ১ম খণ্ড ৪৯০ পৃষ্ঠা, মিরআতুয্ জামা-ন ফী তা-রিখীল আ'ইয়্যান ৮ম খণ্ড ৩১০ পৃষ্ঠা, পূর্বোক্ত তানবিহু উলিল আবসা-র ৩২ পৃষ্ঠা)

সুন্নীদের মাঝেও মীলাদুন্নবী ঢুকে পড়ে। তাই শাইখ ওমার ইবনু মুহাম্মাদ মোল্লা নামে এক প্রসিদ্ধ সৎব্যক্তি মুসিলে মীলাদুন্নবী করে ফেলেন এরই অনুসরণ করেন ইরবিলের শাসনকর্তা মুজাফফরউদ্দিন- (কিতাবুল বা-য়িস আলা ইনকা-রিল-বিদায়ী অল হাওয়া-দিস ৯৬ পৃষ্ঠা-মীলাদুন্নবী ও বিভিন্ন বার্ষিকী- (শায়খ আইনুল বারী ২০ পৃঃ)। মোল্লা ওমার ইবনু মুহাম্মাদ মুসিলের বাসিন্দা ছিলেন। আর ইরবিল মুসিলেরই নিকটবর্তী এলাকা ছিল। তাই আনুমানিক ৬০৪ হিজরীতে সুন্নীদের মধ্যে মীলাদুন্নবীর সূত্রপাত হয়। অতঃপর ইরবিলের শাসনকর্তা মুজাফফরউদ্দিন তা ধূমধামের সাথে মানতে থাকে। এমতাবস্থায় স্পেনের এক ইসলামী বিদ্বান আবুল খাত্তা-ব ওমার ইবনুল হাসান ইবনু দিহ্ইয়াহ মরক্কো ও আফ্রিকা, মিসর ও সিরিয়া, ইরাক ও খোরাসান প্রভৃতি দেশ ঘুরতে ঘুরতে ৬০৪ হিজরীতে ইরবিলে প্রবেশ করেন এবং বাদশাহ মুজাফফরউদ্দিনকে মীলাদুন্নবী পালনের ভক্ত হিসেবে দেখতে পান। তাই তিনি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মীলাদ সম্পর্কে একটি বই লেখেন- 'কিতাবুত তানভীল ফী মাওলিদিস সিরাজিল মুনীর' নামে। অতঃপর তিনি এটাকে ৬২৬ হিজরীতে ছ'টি মাজলিসে বাদশাহ মুজাফফরউদ্দীনের নিকট পড়ে শোনান। বাদশাহ তাতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দান করেন- (অফাইয়া-তুল আ'য়া-ন ৩য় খণ্ড, ১২২ পৃষ্ঠা)। ফলে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশে জন্মবার্ষিকী পালনের রীতি ছড়িয়ে পড়ে। তাই মরক্কোবাসীরা এই মীলাদের নাম দিয়েছে 'মাওসম'। আলজেরিয়াবাসীরা এর নাম দিয়েছে 'যারদাহ'। মিশর ও মধ্যপ্রাচ্যবাসীরা এর নাম দেয় 'মাওলিদ'। (আলইনসা-ফ্ ফীমা কীলা ফিল মাওলিদ মিনাল গুলুয়ে অলইজ্‌হা-ফ্ ২৭ পৃঃ)

আর ভারতীয় উপমহাদেশে মীলাদুন্নবী আমদানীকারীরা ছিল শিয়া। যেমন ইসলামের মধ্যে প্রথম মীলাদ আমদানীকারক ছিল শিয়া খলীফা মুয়ীয লিদীনিল্লাহ। ভারতের মোঘল সম্রাটদের কিছু মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা ছিল শিয়া। যেমন মোঘল সম্রাট হুমায়ুন ও সম্রাট আকবরের মা শিয়া ছিল। আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ কট্টর শিয়া ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাষ্ট্রদূত শিয়া ছিলেন। বাদশাহ বাহাদুর শাহ শিয়া ছিলেন। তাঁরাই এই উপমহাদেশে সুন্নীদের মধ্যে মীলাদুন্নবীর প্রচলন করে দেন। ফলে শিয়া- মীলাদুন্নবীর আনুষঙ্গিক

http://islaminonesite.wordpress.com

ব্যাপারগুলো সুন্নীদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে পড়ে। যেমন- আলোকসজ্জা ও মিছিল প্রভৃতি। (শায়খ আইনুল বারী আলিয়াবীর কর্তৃক রচিত 'মীলাদুন্নবী ও বিভিন্ন বার্ষিকী' পুস্তকের ৩৩ পৃঃ)

অন্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মীলাদ পাঠের নিয়ম ৫৯০ হিজরী সনে বরকুক্ সুলতান ফরাহ ইবনু নসরের যুগে প্রচলিত হয়। তিনি খুব আরামপ্রিয় সুলতান ছিলেন। শরীআ'তের কড়াকড়ি নির্দেশ তিনি মেনে চলতেন না। সামান্য কাজে কিভাবে বেশী সাওয়াব পাওয়া যায় তিনি এরূপ কাজের অনুসন্ধান করতেন। অবশেষে শাফিঈ মাযহাবের এক বিদআ'তী পীর প্রচলিত মীলাদ পাঠের পদ্ধতি আবিস্কার করে সুলতানকে উপহার দেন। সুলতান বড় সাওয়াবের কাজ মনে করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্ম পালনের নামে মীলাদ পাঠের ব্যবস্থা চালু করেন। সেখান থেকেই প্রচলিত মীলাদের উদ্ভব ঘটে।

এই মীলাদের পূর্ণ বিবরণ পরবর্তীকালে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনু খাল্লিকান (৬৮১ হিজরী) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তারপর জালালুদ্দীন আস-সয়ূতী (মৃত্যু ৯১১ হিজরী) তাঁর হুসনুল মুহাযরা ফী 'আমালিল মাওয়ালীদ গ্রন্থে ইবনু খাল্লিকানের লেখার উপর নির্ভর করে মীলাদের বিবরণ পেশ করেছেন। সুলতান মুজাফ্ফরউদ্দীন যে মীলাদ চালু করেছিলেন তাতে যথেষ্ট খৃস্টীয় প্রভাব বিদ্যমান ছিল। কারণ সে সময় ক্রুসেড যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ সৈন্য সিরিয়া, জেরুজালেম প্রভৃতি এলাকায় আগমন করেছিল। তারা যীশুখৃষ্টের জন্মদিন পালন করতো। এ সব দেখে শুনে সুলতান মুজাফ্ফরউদ্দীনের মনে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্ম দিবস তথা মীলাদের অনুষ্ঠান করার প্রেরণা জেগে উঠে। সুফীদের সাথে যোগাযোগ রেখে তিনি ৪টি খানকাহ্ নির্মাণ করেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের প্রায় ৪০০ বছর পর খৃস্টানদের মধ্যস্থতায় প্লাটিনাসের নূরের মতবাদ ইসলামের হিকামাতুল ইশরাব বা ফালসাফাতুল ইসলাহ নামে ইসলামী লেবাসে প্রথমে সুফীদের মধ্যে ও পরে মীলাদের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ লাভ করে।

এছাড়াও মীলাদের ইতিহাস সম্পর্কে প্রখ্যাত হানাফী আলিম ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা মরহুম মাওলানা আঃ রহীম তার সুন্নাত ও বিদআ'ত বইয়ের ২২৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ মীলাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হলো ঃ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ২০০ বছরের পর এমন এক বাদশাহ প্রচলন করেন যাকে ইতিহাসে ফাসিক ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জামে আজহারের শিক্ষক ডঃ আহমদ শারবাকী লিখেছেন ঃ ৪০০ হিজরীতে ফাতিমী শাসকরা মিশরে এর প্রচলন করেন। একথাও বলা হয় যে, শাইখ ইবনু মুহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি ইরাকের মুসিল শহরে এর প্রচলন করেছেন। পরে আল মুজাফফর আবূ সাঈদ বাদশা ইরাকের ইরবিল শহরে মীলাদ চালু করেন। ইবনু দাহইয়া এ বিষয়ে

http://islaminonesite.wordpress.com

একখানা কিতাব লিখে তাকে দেন। বাদশাহ তাকে এক হাজার দীনার পুরস্কার দেন– (ইয়াসআলুনাকা আনিদ-দীনি ওয়াল হায়া-হ ১ম খণ্ড ৪৭১ পৃঃ)। এই মীলাদুন্নবী ও মীলাদ-এর ইতিহাস থেকে জানা যাচ্ছে যে এগুলো কুরআন ও হাদীস সমর্থিত নয় বরং ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজকদের রীতি অনুকরণ ও অনুসরণ। আর অন্য জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ সম্পর্কে বিশ্বনাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তার দলভুক্ত হয়ে থাকে। (আবূ দাউদ ২য় খণ্ড ২৩০ পৃঃ, মুসনাদে আহমাদ ২য় খণ্ড ৫০ ও ৯২ পৃঃ, মিশকাত ৩৭৫ পৃঃ, তাহা-ভীর মুশকিলুল আ-সার ১ম খণ্ড ৮৮ পৃঃ, নাসবুর রা-য়াহ ৪র্থ খণ্ড ৩৪৮ পৃঃ)।

অন্যান্য বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে আমাদের দলের নয় যে ব্যক্তি আমাদের ছাড়া অন্যের সাদৃশ্য গ্রহণ করে। তোমরা ইয়াহূদীদের সাদৃশ্য গ্রহণ কর না এবং খৃষ্টানদেরও না। (তিরমিযী ২য় খণ্ড ৫৪ পৃঃ, মিশকাত ৩৯৯ পৃঃ) অতএব মহানাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত ফরমান দু'টি জানার পর ইহুদী-খৃষ্টান ও অগ্নিপূজারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে কোন মু'মিন মুসলিম মীলাদুন্নবী, জন্মবার্ষিকী ও আলোকসজ্জা প্রভৃতি অনৈসলামিক কাজ করতে পারে না এবং এগুলো থেকে বিরত থাকা সকল মুসলিমের জন্যই জরুরী।'

ঐতিহাসিকভাবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম তারিখ কোনটি

ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোর ভিত্তিতে অধিকাংশের মতে মহানাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম-মাস রবিউল আউয়াল মাস। আল্লামা ইবনুল জাওযী বলেন, অধিকাংশ বিদ্বানের ঐক্যমতে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম রবিউল আউয়াল মাসে– (সীরাতুল মুস্তফা ১ম খণ্ডে, ৫১ পৃষ্ঠার ২নং টীকা)। তবে জন্ম তারিখের ব্যাপারে মতভেদ আছে যেমন এ ব্যাপারে আটটি উক্তি আছে। যথা ঃ

(১) ২, ৮, ১০, ১২ ও ১৩ই রবিউল আউয়াল। (সিফাতুস সফ্অহ্ ১ম খণ্ড, ১৪ পৃঃ, আলঅফা বি-আহ্ওয়া-লিল মুস্তফার উর্দু তর্জমা সীরাতে সাইয়িদুল আম্বিয়া ১১৭ পৃঃ)

(২) মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবায় জাবির ও ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, ১৮ই রবিউল আউয়াল। (আলবিদা-য়াহ অন্নিহা-য়াহ ২য় খণ্ড, ২৪২ পৃঃ)

(৩) ১লা রবিউল আউয়াল। (আলইস্তীআ-ব ১৩ পৃঃ)

(৪) ইবনু হিশাম বলেন, আল্লামা তাবারী ও ইবনু খালদূনও বলেন, ১২ই রবিউল আউয়াল। (তাহযীবু সীরাতে ইবনু হিশাম, ৩৬ পৃঃ) (তারীখুল উমাম অলমূলক ১ম খণ্ড, ৫৭১ পৃঃ, তারিখ ইবনু খালদূন ২য় খণ্ডের, শেষাংশ ৪র্থ পৃঃ, আলকা-মিল ফিত্ তারিখ ১ম খণ্ড, ২৭০ পৃঃ)।

http://islaminonesite.wordpress.com

(৫) আল্লামা ইবনু আব্দিল বার ২রা রবিউল আউয়াল বলা সত্ত্বেও বলেন যে, ঐতিহাসিকগণ ৮ই রবিউল আউয়ালের সোমবারকেই সঠিক বলেছেন। (আলইস্তীআ-ব্ ১৪ পৃঃ)

(৬) ইবনু সা'দ বলেন, আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু আলীর মতে ১০ই রবিউল আউয়াল এবং আবূ মা'শার নাজীহ মাদানীর মতে ২রা রবিউল আউয়াল সোমবার। (তাবাকাতে ইবনু সা'দ ১ম খণ্ড, ৮০, ৮১ পৃঃ)

(৭) কনষ্টান্টিনোপলের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ মাহমূদ পাশা তাঁর যুগ থেকে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ক্যালেন্ডার ঘেটে প্রমাণ করেছেন "সোমবার" দিনটি ১২ই রবিউল আউয়ালে কোন মতেই পড়ে না। বরং তা ৯ই রবিউল আউয়ালেই সঠিক হয়। এজন্য সঠিক বর্ণনা ও জ্যোতির্বিদদের গণনা হতে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মদিনের নির্ভরযোগ্য তারিখ ৯ই রবিউল আউয়াল। (কাসাসুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড, ২৫৩-২৫৪ পৃঃ)

(৮) হাদীস ও ইতিহাসের বহু মহাবিদ্বান- যেমন আল্লামা হুমাইদী, ইমাম ইবনু হায্ম, ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ, ইবনুল কাইয়িম ও ইবনু কাসীর, ইবনু হাজার আসকালানী ও বাদরুদ্দীন আইনী প্রমুখের মতে ৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার রসূলুল্লাহর 'জন্মদিন"- (কাসাসুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড, ২৫৩ পৃঃ)। সমস্ত বর্ণনা প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মক্ষণ, জন্মতারিখ, জন্মসন এসবেই মতভেদ আছে। কেবল একটা ব্যাপারে সবাই একমত যে, তাঁর জন্মদিনটি ছিল সোমবার- (মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৬৮ পৃঃ)। তা অন্য কোন বার ছিল না।

এবং প্রায় সবাই একমত রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু হয়েছিল রবিউল আউয়াল মাসে। এ সম্পর্কে যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেয়া হয় যে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম ও মৃত্যু হয়েছিল ১২ই রবিউল আউয়ালে তাহলে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের অনুকরণে ১২ই রবিউল আউয়ালে মীলাদুন্নবী তথা নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মবার্ষিকী খুশী মানানো হয় অথচ ঐ দিনেই নাবীজীর ইন্তিকালের শোক পালন করা হয় না কেন? এ কথায় সবাই একমত যে, একই দিনে আনন্দ ও দুঃখ একত্রিত হলে দুঃখের মধ্যে আনন্দ ম্লান হয়ে যায়। তাই ১২ই রবিউল আউয়াল মীলাদুন্নবীর উৎসব পালন না করে নাবীর মৃত্যুর শোক পালন করাই যুক্তিযুক্ত হতো।

ইসলামের দৃষ্টিতে জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন অবৈধ

আল কুরআনের কোন আয়াত বা কোন হাদীস দ্বারা কারো জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালনের কোনই প্রমাণ পাওয়া যায় না।

http://islaminonesite.wordpress.com

রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যাঁরা সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন সে সব সাহাবাগণ বিশ্বনবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবিতকালে অথবা তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর জন্ম বা মৃত্যু বার্ষিকী পালন করেননি। এমনকি রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একমাত্র পুত্র ইবরাহীম ছাড়া বাকী পুত্রগণ তাদের জন্মের এক বছরের মধ্যেই মারা যায়। শুধু ইবরাহীম ষোল মাস বয়সে মারা যায়। এজন্য নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত দুঃখিত হন যে, তাঁর চোখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৫০ পৃঃ)। কিন্তু এই আদরের ছেলেটির জন্মের দ্বিতীয় বছরে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 'মৃত্যু' অথবা জন্মোৎসব পালন করেননি।

রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবিতকালে ওয়াহী দিবস, কুরআন নাযিল দিবস, পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যু দিবস, মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যু দিবস এসেছে কিন্তু রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে কোন নাবীদের স্মরণে বা কোন সাহাবার শাহাদাত দিবস অথবা কোন জিহাদের দিবস পালন করেন নাই এবং নির্দেশও দেন নাই। বরং তিনি বলে গেছেন, আমার পরে আমার শরীআ'তের মধ্যে যে সকল নতুন কাজকর্ম আবিষ্কার হবে, আমি তা হতে সম্পর্কহীন এবং ঐ সকল কাজকর্ম মারদূদ পরিত্যাজ্য ও ভ্রষ্ট– (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হাঃ ১/১৩৩)। তাই মীলাদুন্নবী ও মৃত্যুবার্ষিকী কিংবা কোন জীবিত ও মৃত ব্যক্তির জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে বিদআ'ত তথা মনগড়া কাজ। আর ইতিহাসের দৃষ্টিতে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও অগ্নিপূজকদের অন্ধ অনুসরণ তথা ইসলাম বিরোধী কাজ। আর এসব জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী পালন তো বৈধ নয়ই বরং এগুলো থেকে অবশ্যই বিরত থাকা জরুরী।

সমাজে মীলাদের গুরুত্ব

মীলাদ সমাজে এতই গুরুত্ব লাভ করেছে যে, অধিকাংশ মানুষ মনে করে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরুর পূর্বে সাফল্য ও বারকাতের আশায় অবশ্যই মীলাদ পড়াতে হবে। তাই তো দেখা যায় যে, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধানদের পর্যন্ত তাদের জন্ম-মৃত্যু দিবসে, বিয়েতে, শবে বরাতে, বাড়ী ও দোকান উদ্বোধনে বৎসরে অন্তত এক বার হলেও কোন কিছুর আশায় বা আশংকায় মীলাদের ব্যবস্থা করে। আবার কেউ মীলাদের মানতও করে। এমনকি সিনেমা হল– সুদী ব্যাংক ও ভিডি ও ক্লাব উদ্বোধনে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে, দলীয় দিবসসহ প্রভৃতিতে খুবই শান শওকাতে এবং ব্যাপক প্রচার ও শরীক হবার আহ্বান করে মীলাদ পড়া হচ্ছে। যদিও উদ্যোক্তারা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করুক আর না-ই করুক, জুমু'আর জামা'আতে শরিক হোক বা না-ই

http://islaminonesite.wordpress.com

হোক। এমনকি কেউ কেউ ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের দোসর বা নেতা হয়েও মাথায় টুপি ও ধর্মীয় লেবাস পরে খুবই আন্তরিকতার সাথে ধর্মের নামে নবআবিষ্কৃত এই বিদআ'তী কাজে শামিল হচ্ছে। আর অন্যদিকে পয়সা কামানোর ধান্দায় নামধারী আলিম ও মোল্লারা এসব টিকিয়ে রেখে অর্থ কামাইয়ের পথ চালু রাখতে তথাকথিত নাবীর মহব্বতের নামে মীলাদ পড়াচ্ছে এবং এর গুণ-কীর্তন করে সাধারণ মানুষকে বিদআ'তী কাজে উৎসাহিত করে পাপের কাজে ডুবিয়ে রেখেছে। অথচ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমরা নিজেদেরকে দীনে নিত্য নতুন বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। কেননা দীনে প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত জিনিসই বিদআ'ত এবং সব বিদআ'তই চরম গোমরাহীর মূল। (আহমাদ)

কিয়ামের নামে যা করা হচ্ছে

কিয়াম আরবী শব্দ যার অর্থ দাঁড়ানো। মীলাদের এক পর্যায়ে সকলেই দাঁড়িয়ে যায় এবং দরূদের নামে বিদআ'তী শব্দগুলো বলতে থাকেন যথা- ইয়া নাবী সালামু আলাইকা ইত্যাদি। কিন্তু একবারও কি চিন্তা করে দেখা হয় যে, কি বলা হচ্ছে। যেমন– আরবীতে ইয়া শব্দ দ্বারা কারো উপস্থিত বা বর্তমানকালে হাজির বুঝায়। যারা কিয়াম করে তাদের যুক্তি হলো, তারা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানে বা তাঁর রুহের সম্মানে দাঁড়ান। কিন্তু প্রশ্ন হলো যদি রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং বা তাঁর রুহ হাজির হয় তাহলে বিভিন্ন জায়গায় একই সময় মীলাদ ও কিয়াম হয়ে থাকে তখন রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রুহ কিভাবে একই সময় হাজির হন আর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা কিভাবে জেনে থাকেন ওখানে মীলাদ হবে। অথচ কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ لاَّ اَمْلِكُ لِنَفْسِىْ نَفْعًا وَّلاَ ضَرًّا الاَّ مَاشَآءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَ سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِىَ السُّوْءُ﴾

"হে রসূল! আপনি বলে দিন, যদি আমি গায়িব জানতাম তবে ভালকেই বাড়িয়ে নিতাম এবং কোন ক্ষতিই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না।" (সূরা আল-আরাফ ঃ ১৮৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, বলুন হে রসূল! আল্লাহ ছাড়া কেহই গায়িব জানে না- (সূরা আন্ নামাল ঃ ৬৫)। পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত অবস্থায়ই গায়িব জানতেন না। তবে হাঁ তিনি সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ততটুকু গায়িবই জানতেন যতটুকু আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছেন, এর বেশী নয়। অথচ মৃত্যুর পর কোথায় মীলাদ হচ্ছে তিনি কিভাবে জানবেন বরং এগুলো হলো ভ্রান্ত ধারণা ও শির্কী আক্বীদাহ।

প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

মহান আল্লাহ বিশ্বনাবীর মান মর্যাদা রক্ষার জন্য হাজার হাজার লাখ লাখ দল মালাইকা-কে (ফেরেশতা-কে) নিযুক্ত করে রেখেছেন, তাঁরা সদাসর্বদা দ্রুত গতিতে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করতে থাকেন। আর বিশ্বের মাঝে যেখানে যেখানে যে কোন ব্যক্তি বিশ্বনাবীর উপর দরূদ ও সালাম পাঠ করতে থাকেন সাথে সাথে সে ভ্রমণকারী মালাইকাগণ (ফেরেশতাগণ) আমার নিকট তার দরুদ ও সালাম পৌছিয়ে দেন।

অত্র হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, সালাম ও দরূদ পৌছানোর জন্য লাখ লাখ দল মালাইকা মওজুদ আছেন। বিশ্বনাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ও দরূদের জন্য দ্বারে দ্বারে মীলাদখানির মাহফিলে ঘুরাঘুরি করেন না।

দ্বিতীয় হাদীস আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি আমার ক্বরের নিকট এসে দরুদ ও সালাম পাঠ করে তা আমি শুনতে পাই। আর যে ব্যক্তি বহুদূর দূরান্ত হতে আমার উপর দরূদ পাঠ করে তা মালাইকাগণের (ফেরেশতাগণের) মাধ্যমে আমার নিকট পৌছিয়ে দেয়া হয়।"

প্রিয় পাঠক! এখন আপনিই চিন্তা করুন, যদি আল্লাহর নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেশে-দেশে, মীলাদের মাহফিলে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে থাকেন, তাহলে উক্ত হাদীসের অর্থ কী করবেন? দরুদ পৌছাবার জন্য যখন আল্লাহর পক্ষ হতে দলে দলে মালাইকা (ফেরেশতা) নিযুক্ত আছেন তখন আল্লাহর নবীর মীলাদ মাহফীলে হাজির হওয়ার প্রয়োজন কী? এক আল্লাহর নাবী যদি মীলাদের মাহফিলে হাজিরই হবেন তবে আল্লাহর তরফ হতে লাখ লাখ মালাইকা (ফেরেশতা) নিযুক্ত হওয়ারই বা প্রয়োজন কী? এতে প্রমাণ হল যে, আল্লাহর নাবী কোন দিনই মীলাদ মাহফিলে হাজির হন না। আর এটাও জানা দরকার যে, মীলাদ এবং দরূদ এক জিনিস নয়।

মীলাদুন্নবী পালন কেন বিদআ'ত

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ঃ মুসলিমদের মধ্য হতে যারা কাফিরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারা ঐ কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত- (সূরা আল-মায়িদা ঃ ৫১)। এবং রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে বলেছেন ঃ যারা অমুসলিম জাতির অনুসরণ করে তারা ওদের দলভুক্ত– (সহীহ্ আবূ দাঊদ)। উক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, কাফির মুশরিক দের অনুসরণ করা যাবে না অথচ এই মীলাদুন্নবী উৎসব বা অনুষ্ঠান হচ্ছে খৃষ্টানগণ যেমন প্রতি বছর জাঁকজমকের সাথে যিশু খৃষ্টের জন্ম দিবস তথা বড়দিন (X MAS DAY) পালন করে থাকে। এমনিভাবে হিন্দুগণও তাদের মহামানবগণের জয়ন্তী ও উৎসব পালন করে থাকে। অতএব তাদের মত অনুসরণ করা মুসলিমদের জন্য হারাম। সাহাবায়ি কিরাম ধর্মের

http://islaminonesite.wordpress.com

নামে নবআবিষ্কার ও অতিভক্তি থেকে সবসময় সতর্ক থাকতেন এবং এ ধরনের কোন কিছুর আলামত দেখলে সাথে সাথেই নির্মূল করে দিতেন যার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো ঃ

১। একদিন আমীরুল মু'মিনীন ওমার (রাঃ) মাক্কাহ অভিমুখে গমনকালে পথিমধ্যে দেখতে পেলেন কিছু লোক রাস্তা ছেড়ে অন্যদিকে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই মানুষগুলো কোথায় চলছে? লোকেরা বলল, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক স্থানে সলাত আদায় করেছিলেন, সেখানে সলাত পড়বার জন্য তারা যাচ্ছে। তিনি বললেন, এ সব কারণেই তো পূর্বের জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে যে, তারা নাবীদের স্মরণ চিহ্নগুলোকেও তাবাররুক মনে করে ঐগুলিকে তীর্থস্থানে পরিণত করে নিয়েছিল। সাবধান, তোমরা সে মতো করো না। সেখানে যদি সলাতের সময় উপস্থিত হয় তাহলে সেখানে সলাত আদায় করো, অন্যথায় যেখানেই সলাতের সময় হবে সেখানেই আদায় করবে। (অধ্যক্ষ মওলানা হাবীবুল্লাহ খাঁন রহমানী অনুবাদকৃত মীলাদুন্নবী ১০ ও ১১ পৃষ্ঠা)

২। একদিন যখন আমীরুল মু'মিনীন ওমার (রাঃ) জানতে পারলেন যে, যে গাছের নীচে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের নিকট হতে স্বেচ্ছায় শপথ (বয়াত-ই-রিয্ওয়ান) গ্রহণ করেছিলেন, ঐ গাছটি বরকতময় ও মঙ্গলময় বলে অনুমিত হতে চলছে, তখন তিনি উক্ত গাছ কাটতে বললেন। (ঐ – ১১ পৃষ্ঠা)

৩। একদিন আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ দেখলেন, জনগণ মাসজিদে গোল আকারে বসেছে। তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন, তোমরা এখন হতেই বিদআ'তী হয়ে গেল। যা বলার পর তিনি তাদেরকে মাসজিদ হতে বের করে দিলেন। (ঐ)

৪। এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে বলল, 'আলহামদু লিল্লাহ ওয়াসসালামু আলা রসূলিল্লাহ।' আবদুল্লাহ ইবনু ওমার (রাঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন– এ ব্যক্তি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তা'লীমের খেলাফ করেছে (ঐ)।

সাহাবীগণ এই প্রকার সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতিও ছেড়ে দিতেন না, বরং তা হতে বাধা দান করতেন এবং তার মূলোচ্ছেদ করে ফেলতেন। তাই সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, সাহাবীগণ যদি আজ পর্যন্ত জীবিত থাকতেন এবং শরীআ'ত বিরোধী বিদআ'ত ও অবৈধ সভা মাহফিল অনুষ্ঠিত হতে দেখতেন, তা হলে তারা কিরূপ শাস্তি বিধান করতেন? সত্যিই তা ভাববার বিষয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতিকে সুকৌশলে বিকৃত করে ইসলামের প্রকৃত স্বরূপকে ধ্বংস করার অশুভ তৎপরতায় তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের ছত্র ছায়ায় এ জাতীয় অনেক ঘৃণ্য প্রয়াস চালানো হয়েছিল। তার মধ্যে ঈদে মিলাদুন্নবী উদযাপন একটি। ইশকে রসূলের নামে রসূল প্রেমিক সেজে নিরীহ জনগণকে উল্টো বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করে দীন ধ্বংসের

http://islaminonesite.wordpress.com

নানা চক্রান্তের জাল বিস্তার করাই তাদের মূল লক্ষ্য ছিল। সেই বৃটিশের তৎকালীন এ সকল কাজের ঠিকাদার তদানীন্তন ভারতের আহমদ রেজা খান বেরেলভী ও তার দলের লোকেরা 'ইশ্কে রসূল' নামের চিত্তাকর্ষক লেবেল লাগিয়ে বৃটিশের ইসলাম ধ্বংসের নানা চক্রান্ত বাস্তবায়ন করে। ধর্মপ্রাণ মানুষ ইশকে রসূলের নাম শুনলেই পাগলপারা হয়ে যায়। তাই অনেক নিরীহ ধর্মপ্রাণ মুসলিমকে তারা তখন কব্জা করে ফেলে।

কিন্তু তাওহীদপন্থী ওলামা-মাশায়েখের প্রবল প্রতিরোধের মুখে তাদের চক্রান্ত পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। তাই তখন তারা পরাস্ত হয়ে গা বাঁচাবার জন্য তাওহীদপন্থী আলিমগণকে ওহাবী এবং নিজেদেরকে সুন্নী বলে অপপ্রচার চালায়। কিন্তু তাদের এ সকল অপপ্রচার তাদের দলের লোকদেরকেই কেবল প্রবোধ দিয়ে রেখেছে, কিন্তু গোটা জাতিকে বিভ্রান্ত করতে তারা সক্ষম হয়নি। এতদিন এ বিদআ'তী রেজভী দলের লোকেরা তাদের মুষ্টিমেয় বাউন্ডারীতে আড়াল ছিল। কিন্তু ইদানিং প্রভাবশালীদের ছত্র ছায়ায় রাজপথে তাদের প্রত্যক্ষ লম্ফ-ঝম্ফ শুরু হয়েছে। তাদেরই চক্রান্তে নতুন করে শুরু হয়েছে ঈদে মীলাদুন্নবী বা জশনে জুলুস প্রভৃতি বিদআ'তের পদধ্বনি।

উল্লেখ্য আগে এই ১২ই রবিউল আউয়ালের উৎসবকে ফাতিহা দোয়াজদাহাম বলা হতো। ফাতিহা আরবী শব্দ আর দোয়াজদাহাম ফারসী শব্দ। এই আরবী ও ফারসী মিলিয়ে ১২ই তারিখে ফাতিহা পাঠ করা হতো তা এখন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিমদের মাঝে ঈদে মীলাদুন্নবী নামে চালু হয়ে গেছে। বাংলাদেশ সরকারও এই নাম গ্রহণ করেছেন। সরকার এই দিন সরকারী ছুটিও ঘোষণা করেছে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে এই নাম ব্যবহার করছে।

মীলাদ সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য

✪ **বিশ্ব বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তাফসীর ইবনু কাসীরের লেখক মীলাদ প্রবর্তনকারীদের উদ্দেশে বলেন ঃ** তারা কাফির ও ফাসিক। (মুহাম্মদ বিন জামিল যাইনু রচিত বাংলা অনুবাদকৃত মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পাথেয়৭৭ পৃষ্ঠা)

✪ **আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী বলেন ঃ** বর্তমানে প্রচলিত মওলুদ (মীলাদ) ৬০০ হিজরীতে ইরবিলের সুলতানের যুগে চালু হয়। শরীআ'তে মুহাম্মদীতে এর কোন অস্তিত্ব নেই বরং এই বিদআ'ত সম্পর্কে এমন কোন কিতাব নাই যা হাফিজ ও মুহাদ্দিসীনদের হাতে নেবার উপযুক্ত। (আল-আরফুশ –শাজী ও আল জামে তিরমিযী ২৩২ পৃঃ)

✪ **হাফিয আবূ বকর বাগদাদী হানাফী ওরফে ইবনু নক্বতা তদীয় ফাতাওয়ায় লিখেছেন ঃ** মীলাদ মাহফিল সল্ফ বা অতীত মুসলিম সুধীবৃন্দ হতে উল্লেখিত নাই এবং ঐ সকল কাজকর্মে মোটেও কোনও মঙ্গল নাই। এটা অতীত সুধীবৃন্দ কর্তৃক সম্পাদিত হয়নি।

http://islaminonesite.wordpress.com

✪ **যখীরাতুস সালেকীন পুস্তক প্রণেতা লিখেছেন ঃ** মওলুদ নামক অনুষ্ঠান বিদআ'ত।

✪ **হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত আলিম আল্লামা তাজুদ্দীন ফাকেহানী মীলাদ অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলেছেন ঃ** আমি পবিত্র কুরআনে ও হাদীসে মীলাদ মাহফিলের কোন প্রমাণ পাইনি। উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে বিজ্ঞ মহামতি নেতৃস্থানীয় ওলামাগণের কেউই এ কাজ (মীলাদ) করেছেন এমন কোন রিওয়ায়াতও বর্ণিত হয়নি। বরং এ মীলাদ একান্তই নব্য প্রসূত বিদআ'ত। (বরং মীলাদ বাতিল পরস্ত লোকদের আবিস্কৃত বিদআ'ত) এবং পেটপূজার জন্যই এটা আবিস্কৃত হয়েছে। (মদখুল ফাতাওয়ায়ে সাত্তারিয়া ১ম খণ্ড ১৭৯ পৃঃ)

✪ **হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত আলিম মওলানা আশরাফ আলী থানবী মীলাদের আসল স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়ে তার তরীকায়ে মওলেদ কিতাবে লিখেছেন-** মীলাদ অনুষ্ঠান শরীআ'তে বিলকুল (একেবারেই) নাজায়িয গুনাহের কাজ।

✪ **মওলানা আশরাফ আলী থানভী আরো বলেন ঃ** প্রচলিত মীলাদ ও কিয়াম যা নবআবিস্কৃত ও নিষিদ্ধ বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত তা নাজায়িয ও বিদআ'ত। যেহেতু হাদীসে আছে "প্রত্যেক বিদআ'তই গুমরাহী, পাপ, মহাপাপ"। (বেহেশ্তী জেওর ও তরীকায়ে মওলিদ)

✪ **প্রখ্যাত হানাফী আলিম বহু গ্রন্থ প্রণেতা মওলানা আব্দুর রহীম বলেন ঃ** মৌলুদ বিদআ'ত– (সুন্নত ও বিদআ'ত ২৪৬ পৃঃ)।

✪ **ইমাম আহমদ বসরী স্বীয় পুস্তক কওল-ই-মু'তামাদ এর মধ্যে লিখেছেন ঃ** চার মাযহাবের আলিমগণ মীলাদ অনুষ্ঠানের উপর দোষারোপে ঐক্যমত প্রকাশ করেছেন।

কিয়াম সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য

✪ **রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবদ্দশায় তার সম্মানার্থে দাঁড়ানোকে পছন্দ করেননি এ সম্পর্কে আবূ উমামাহ (রাঃ) বলেন ঃ** একদিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠি ভর দিয়ে আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। আর আমরা তাঁর সম্মানার্থে সকলে উঠে দাঁড়ালাম। তখন তিনি বললেন ঃ অনারবরা যেমন একে অপরের সম্মানার্থে দাঁড়ায় তোমরা সেই মত আমার জন্য দাঁড়াবে না। (মিশকাত)

✪ **ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ** আমরা সাহাবায়ি কিরাম রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর আগে আসসালামু আলাইকা বলতাম (তাশাহহুদে) কিন্তু তার মৃত্যুর পর আসসালামু আলাননাবী বলে থাকি- (বুখারী)। অবশ্য এ রকম (হাযির নাযিরের) ধারণা না হলে উক্ত শব্দ যোগেও তাশাহহুদ পড়া জায়িয- (বুখারী)।

http://islaminonesite.wordpress.com

✪ **হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব 'বায্‌যাযিয়া'য় উল্লেখ হয়েছে–** যে ব্যক্তি বলে যে, বুযুর্গ ও মহৎ ব্যক্তিগণের রুহ (দুনিয়ার) আগমন করে, জেনে রাখ ঐ ব্যক্তি কাফির।

✪ **তুহ্‌ফাতুল কুযাত' পুস্তকে লিখা আছে-** জনসাধারণ রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মকাহিনী শোনার সময় দাঁড়ায়। তাদের বিশ্বাস, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রুহ আগমন করে এবং তা হাযির হয়। কিন্তু তাদের ধারণা বাতিল ও মিথ্যা। অথচ এমন আক্বীদাহ্ বিশ্বাস শির্‌ক-এর পর্যায়ভুক্ত। আর চার ইমামও এ বিষয়ে নিষেধ করেছেন।

✪ **বিখ্যাত হানাফী আলিম মওলানা রশীদ আহ্‌মদ গাঙ্গোহী তাঁর ফাতাওয়ায়ে রাশীদিয়ায় বলেছেন ঃ** এরূপ মীলাদ মজলিস নাজায়িয, এরূপ মাজলিসে যোগদান করা গুনাহর কাজ। আর আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে হাযির নাযির মনে করে উক্ত অনুষ্ঠান করলে সেটা হবে কুফরী। (ফাতাওয়ায়ে রাশীদিয়া ৪১৫ পৃষ্ঠা)

✪ **মওলানা গাঙ্গোহী আরো বলেন,** (সলাতে তাশাহ্‌হুদের মধ্যে) যদি কেউ "আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবীইয়ু বলার সময় রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রুহ্ হাজির মনে করে তবে তা শিরক হবে।

✪ **হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ্ মুহাম্মাদ শামী তাঁর সীরাতে শামী গ্রন্থে লিখেছেন-** আল্লাহর নাবীর জন্ম বৃত্তান্ত শুনে বহুলোক সম্মানের উদ্দেশে দাঁড়াতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু এই কিয়াম করা বিদআ'ত-এর কোন দলীল নাই।

মীলাদুন্নবী উদযাপন সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য

✪ **মওলানা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী স্বরচিত তুহফা-ই-ইসনা আশারিয়া পুস্তকে লিখেছেন–** কোন নবীর জন্ম ও মৃত্যু দিবসকে ঈদ উৎসবে পরিণত করা বৈধ নয়।

✪ **শাইখ আবদুর রহমান মাগরিবী হানাফী তার ফাতাওয়ায় বলেন ঃ** মীলাদুন্নবীর কাজ বিদআ'ত। যা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খলীফাগণ ও ইমামগণ বলেননি ও করেননি। (তুহফাতুল কুযা- ৩, তারীখে মীলাদ- ১১১ পৃষ্ঠা)

✪ **ভারতীয় উপমহাদেশে খ্যাতনামা পণ্ডিত রাজনীতিবিদ ও সংগঠক– আল্লামা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী বলেন ঃ** মীলাদ শরীফের সাহায্যে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য দ্বাদশী পালন খৃষ্টমাসের অনুকরণ মাত্র। (ঈদে মীলাদুন্নবী-সাপ্তাহিক আরাফাত-২১ বর্ষ ১৭তম সংখ্যা)

৪। **মেখল হামিউস্ সুন্নাহ মাদ্‌রাসাহ, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম- মুফতী মোঃ ইব্রাহীম খান বলেন,** রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ নির্দিষ্ট করে উক্ত

http://islaminonesite.wordpress.com

তারিখে প্রচলিত মিলাদ মাহ্‌ফিলের ব্যবস্থা করা, জশনে জুলুস বের করা, ঐ দিনকে নির্দিষ্ট করে উক্ত দিনে ফকির মিসকিন এবং মানুষ একত্রিত করে খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা অর্থাৎ উরস করা, নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা কিরাম (রাঃ) এবং সোনালী যুগ থেকে তার কোন প্রমাণ নেই। যদি তার প্রমাণ থাকত, তাহলে সে ব্যাপারে সমালোচনা করার মত কারও অধিকার থাকত না। কেননা তারা যা করেছেন তাদের আনুগত্য করা এবং যা পরিহার করেছেন তা বর্জন করার নামই হলো দীন। আর তার বিপরীত করাই হলো বেদীন এবং লা-শরি'আত বা শরি'আত পরিপন্থী। (শরীয়ত ও প্রচলিত কুসংস্কার ৪৪ পৃষ্ঠা)

দরূদের গুরুত্ব ও ফাযীলাত

রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। কেননা দরূদ শরীফ পাঠের আদেশ স্বয়ং কুরআন মাজীদেই রয়েছে। আল্লাহ বলেন- "নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর মালাইকাগণ (ফেরেশতাগণ) দরূদ পাঠিয়ে থাকেন নাবীর প্রতি; (আল্লাহ তাঁর প্রতি রাহমাত প্রেরণ করেন মালাইকগণ তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন) হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি যথাযথভাবে দরূদ ও সালাম পাঠাতে থাক।" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৫৬ আয়াত)

অর্থাৎ আল্লাহর রাহমাত এবং শান্তি নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর বর্ষিত হোক অহরহ এই দু'আ করতে থাক।

এই আয়াতের আলোকে মু'মিন মুসলিমগণকে অবশ্য অবশ্যই রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করতে হবে। রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি রাহমাতের প্রার্থনা করা খুবই সাওয়াবের কাজও বটে। বস্তুতঃ মুসলিমদের জন্য তা দুনিয়ার কল্যাণের কারণ এবং আখিরাতের সম্বল। অধিকন্তু নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম শুনে দরূদ পাঠ করলে আল্লাহর নির্দেশও পালন করা হবে। পক্ষান্তরে যারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম শুনে দরূদ পাঠ করবে না, তারা প্রথমত সবচেয়ে বড় কৃপণ। দ্বিতীয়তঃ জিবরাইল (আঃ)-এর বদদু'আর আওতায় পড়ে চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

তবে স্মরণ রাখতে হবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আল্লাহর আদেশানুযায়ী দরূদ ও সালাম পাঠ করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের প্রতিও শান্তি নেমে আসবে। নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি একবার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তাঁর প্রতি দশবার রাহমাত বর্ষণ করেন। যে যতবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তার প্রতি দশ গুণ রাহমাত নাযিল করবেন। সর্বদা দরূদ পাঠ করলে সব রকমের চিন্তা দূরীভূত হয় এবং পাঠকারীর দুনিয়ার চিন্তার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীনই যথেষ্ট হয়ে থাকেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

কিন্তু কপোলকল্পিত তথা মনগড়া দরূদ পাঠ করলে চলবে না, যে ভাবে এবং যে শব্দে রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে দরূদ শরীফ পাঠ করতে শিখিয়েছেন, ঠিক সেইভাবে ও সেই শব্দসমূহ দ্বারাই রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করতে হবে। এ সম্পর্কে সাহাবীগণ নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের প্রতি দরূদ পাঠের পদ্ধতি কি? নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদেরকে আপনার প্রতি দরূদ জ্ঞাপন ও সালাম প্রদানের পদ্ধতি ও নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন।

উত্তরে রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা বলবে ঃ "আল্লা-হুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মদিও ওয়া আ'লা-আ-লি মুহাম্মাদ কামা-স-ল্লায়তা আ'লা-ইবরা-হীমা ওয়া আ'লা-আ-লি ইবরা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক আলা-মুহাম্মাদিও ওয়া আ'লা-আ-লি মুহাম্মাদ কামা-বা-রকতা আ'লা-ইবরা-হীমা ওয়া আ'লা-আ-লি ইবরা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।"

"হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রাহমাত বর্ষণ কর যেভাবে তুমি ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি রাহমাত বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি মর্যাদা দান কর, যে ভাবে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি মর্যাদা দান করেছিলে; বস্তুতঃ তুমি প্রশংসিত, মর্যাদা সম্পন্ন।" রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সহচরগণকে দরূদ পাঠের বাক্যগুলো শিখিয়ে দিয়ে বলেছেন ঃ "এভাবে পাঠ করলেই আমার প্রতি দরূদ পাঠ করা হবে" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হাঃ ৮৫৮, ৫৮৯)। তাই মুসলিম সমাজকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শিখানো যা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সে সব দরূদই পাঠ করতে হবে (অন্য কোন পদ্ধতিতে নয়)।

দরূদের নামে যা পড়া হচ্ছে

মীলাদ অনুষ্ঠানে যে দরূদ পড়া হয় তা বিদআ'ত। বর্তমানে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানে 'ইয়া নাবী সালামু আলাইকা' বলে সমবেত কণ্ঠে সুর করে যেভাবে দরূদ পাঠ করা হয়, এরূপ দরূদ পাঠের নিয়ম নাবী সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে, সাহাবীদের যুগে, তাবিঈ, তাবি-তাবিঈ, ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের যুগে প্রচলিত ছিল না। তাই এরূপ অনুষ্ঠান এবং ঐরূপে সুরেলা সালাম উচ্চারণ সাওয়াবের উদ্দেশে পালন করা হলে তা যে বিদআ'ত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মীলাদ মাহফিলে দরূদের নামে যা পড়া হচ্ছে তার দু'টি নমুনা পেশ করা হলো ঃ

http://islaminonesite.wordpress.com

১। মুহাম্মদ ফজলুল করীম রচিত ঃ তাওহীদ, রিসালাত ও নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি, রহস্য পুস্তকের মীলাদটি হচ্ছে ঃ

"আহমদের মীমের পর্দা উঠিয়ে দেরে মন দেখবি সেথা বিরাজ করে আহাদ নিরঞ্জন,
আরশে যিনি আহদরে ভাই, ফরযে তিনিই আহম্মদ,
যিনি আল্লাহ তিনি মুহাম্মদ" (নাউযুবিল্লাহ)

২। মৌলুদ সাদী নামক বইয়ের ৪২ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত দরূদটি হচ্ছে ঃ

"আহাদ (আল্লাহ) আহমদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। সুতরাং কেমন করে কে তার মরতবা বুঝবে?

তিনি আদি-তিনিই অন্ত, তিনি প্রকাশ্য-তিনিই গুপ্ত,

তাকেই সূচনা জানবে আর তাকেই শেষ জানবে। মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে চির অক্ষয় সূর্য্য, উভয় জগতে যা কিছু আছে সবই তার কিরণের ছটা জানবে।"

এভাবে মীলাদ মাহ্‌ফিলসহ বিভিন্ন রকমে যেসব দরূদ পড়া হয়ে থাকে তা শরীআ'তে সমর্থনযোগ্য নয় বরং শিরকী ও বিদআ'তী কথায় ভরপুর।

রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না, যেমন খৃষ্টানরা মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ)-এর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো একজন দাস। তাই বল, আল্লাহর দাস এবং তার রসূল। (বুখারী)

মৌলুদ শরীফ নাম দিয়ে রকমারি মিথ্যা কাহিনী, হিন্দি কিতাব থেকে বয়ান করে, জাঁক জমকের সাথে উর্দু, ফার্সি গজলগুলো পড়ে সুরের ঝংকার তুলে সাধারণ নারী পুরুষদের মগ্ন করছে।

✪ **তাই প্রচলিত এসব তথাকথিত দরূদ সম্পর্কে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম রিজাল শাস্ত্রবিদ আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী সাহেব বলেন ঃ** দালায়েল খায়্‌রাত, দরূদ তাজ, দরূদে হাজারী, দরূদে লাখী, দু'আয়ে গঞ্জল আরশ, মিরাজনামা, নূরনামা, দরূদে মাহী, দরূদে নারিয়া প্রভৃতি নামে বিভিন্ন বই বাজারে পাওয়া যায় এবং কেউ কেউ তা আ'মালও করে থাকে। হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ লোকদের দ্বারা এসব দরূদ বানানো এবং বই আকারে মুদ্রিত। এগুলো শরীআ'তে মুহাম্মাদীতে চোরাপথে আমদানীকৃত মন্ত্র। কেননা শরীআ' ইসলামিয়ায় যে সমস্ত দু'আ শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা উম্মাতের ইচ্ছাধীন নয়, শরঈ শিক্ষার উপর নির্ভরকৃত, যার বিকল্প নেই, এমনকি যে শব্দ যেভাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছে ঐ শব্দের প্রতিশব্দও ব্যবহার করা যাবে না। যেমন দু'আর ভিতর ওয়া বিনাবিইয়িকা এর পরিবর্তে ওয়া বিরসূলিকা বলা চলবে না। এটাই হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত এবং দীনের আলিমগণের সিদ্ধান্ত। অতএব যে সমস্ত দরূদ আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারফত সাহাবাগণ কর্তৃক বর্ণিত নয় তা

http://islaminonesite.wordpress.com

বিদআ'তী দরূদ বলে গণ্য। (রসূলুল্লাহ সঃ-এর সলাত এবং আক্বীদাহ ও জরুরী সহীহ মাসআলাহ- নামক বইয়ে ২৩৯ পৃঃ)

অনেক হানাফী ভাই বলেন যে, আহ্‌লে হাদীসরা দরূদ পড়ে না। একথা ঠিক যে, আহ্‌লে হাদীসরা বানোয়াট ও বিদআ'তী দরূদ পড়ে না কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্যান্যদের চেয়েও অনেক বেশী দরূদ পড়ে। কারণ, তারা যখনই আল্লাহর রসূলের নাম শোনে তখনই 'সল্লাল্লা-হু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম' বলে। এই শব্দকটিই হল সংক্ষিপ্ত দরূদ, যা সমস্ত মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও ওলামায়ি রব্বানী রসূলের নাম শুনে বলে থাকেন এবং রসূলের নামের পর কখনো পুরাপুরি সল্লাল্লা-হু আল্লাইহি ওয়া সাল্লাম, আবার কখনো সংক্ষিপ্ত দরূদ যথা ঃ 'সঃ' কিংবা 'দঃ' লিখে থাকেন।

আহলে হাদীসগণ যে বেশী দরূদ পড়ে একথার সাক্ষ্যস্বরূপ মোল্লা আলীকারী হানাফী তদীয় শারহে মিশকাতে লিখেছেন ঃ ইবনু হিব্বান তদীয় সহীহতে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, ক্বিয়ামাতের দিন আল্লাহর নাবীর সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে তারা, যারা বেশী করে নাবীর নামে দরূদ পড়ে–বর্ণনা করে বলেছেন যে, ক্বিয়ামাতের দিন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে আহ্‌লে হাদীসরা। আহলে হাদীসের ঘরে জন্ম নিলেই আহলে হাদীস হওয়া যায় না বরং সহীহ্‌ হাদীসের উপর আ'মাল করতে হয়। কারণ, এই উম্মাতের মধ্যে ওদের চেয়ে বেশী দরূদ পাঠকারী আর কেউ নেই। আর অন্যরা বলেন যে, এরাই কথায় ও কাজে রসূলের উপরে বেশী দরূদ পড়েন। (মিশকাত, ২য় খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা)

মীলাদ পাঠকারীদের প্রতি জিজ্ঞাসা?

মিলাদ পাঠকারী মাওলানা ও মৌলভীদের যদি জিজ্ঞাস করা হয়, তিনি কি তার নিজ বাড়ীতে অন্য কোন মাওলানা বা মৌলভীকে দিয়ে মিলাদ পড়িয়েছেন বা নিজে পড়েছেন? তবে উত্তর হবে– না, কেননা তাদের বাড়ীতে কখনো মীলাদ পড়ানো হয় না। যারা মিলাদের ফাযীলাত বর্ণনা করেন, আর এখানে-সেখানে মিলাদ পড়ান সেই সব মৌলভী মাওলানারা নিজ নিজ বাড়ীতে মীলাদ করেন না-তার কারণই বা কি? এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন কি? মীলাদ যে বিদ'আত আর তা ইসলামের কোন বিষয়ই নয় এই সম্পর্কে কি এখনও বুঝতে বাকী আছে?

অনেকে বলেন যে, অমুকে বিরাট আলিম, তিনি মীলাদ ও কিয়াম করছেন তাই তিনি এত বড় আলিম হয়ে কি ভুল করছেন? হ্যাঁ তারও ভুল হতে পারে। কেননা নাবী-রসূল ছাড়া কোন মানুষই ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নন। কেননা রসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ভুলকারী তারা, নিজের ভুল স্বীকার করে যারা- (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারিমী, মিশকাত ২০৪ পৃঃ)। এর বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে– ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)। তিনি ছিলেন সব চাইতে বড় ইমাম। অথচ তিনিই চার হাজার মাস'আলাতে কুরআন হাদীসের বিপরীত ফাতাওয়া প্রদান করেছেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

শরহে বিকায়া, কুদুরী, হিদায়া পাঠ করে দেখুন– ইমাম আবূ হানীফার আপন ভক্ত অনুরক্ত শিষ্য ইমাম যুফার, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম আবূ ইউসুফ আরও হাজার হাজার শিষ্য শাগরেদগণ, সকলেই ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন। অতঃপর ফাতাওয়া আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদের কথার উপর সাব্যস্ত হয়েছে। আর ইমাম আবু হানিফার কথাগুলো সব বাতিল করে দিয়েছেন। এখানে এটাই প্রমাণিত হল যে, ইমাম আযমেরও ভুল হয়েছে। তাই অমুকে তো আর মালাইকা (ফেরেশতা) নয়। অতএব এই সব দোহাই না দিয়ে আসুন সহীহ্ ও নির্ভুল আ'মাল করে চলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করি।

আহ্বান

পরিশেষে এই কথাই বলতে চাই– কুরআন হাদীস ও ইতিহাসের দলীল এবং মনীষীদের মন্তব্য থেকে এ কথাই সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মীলাদ পড়া, শবে বরাত ও মীলাদুন্নবী পালন করা কুরআন হাদীস থেকে সমর্থিত তো নয়ই বরং তা পালন করা বিদ'আত এবং ইয়াহূদী, খ্রীস্টান ও অগ্নিপূজকদের অনুকরণ। তাই এই সব কর্মকাণ্ড থেকে অবশ্যই প্রত্যেক মুসলিমকে বেঁচে থাকতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে জিহাদী মনোভাব নিয়ে এগুলো উচ্ছেদের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অন্যথায় পরকালে আল্লাহর নিকট কঠিন জবাবদিহি থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

আল্লাহ আমাদের সকলকে শির্ক-বিদ'আত ও বিজাতীয় রীতি-নীতি অনুসরণ হতে মুক্ত থেকে কুরআন-হাদীস ভিত্তিক আ'মাল করার তাওফীক দিন–আমীন।

গ্রন্থপঞ্জী

১। তাফসীর ইবনু কাসীর - অনুঃ ড. মুজিবুর রহমান, ২। বুখারী, ৩। মুসলিম, ৪। নাসাঈ,৫। ইবনু মাজাহ, ৬। তিরমিযী, ৭। মিশকাত, ৮। আবূ দাউদ, ৯। আহমাদ, ১০। আত তাহযিরু মিনাল বিদ'আ- শায়খ আব্দুল আযিয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, ১১। রসূলুল্লাহর সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত এবং আক্বীদাহ ও যরুরী সহীহ মাস'আলা– আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী, ১২। মীলাদুন্নবী– আল্লামা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরাইশী (সাপ্তাহিক আরাফাত), ১৩। মিলাদুন্নবী– অধ্যক্ষ মাওলানা হাবীবুল্লাহ খান রাহমানী, ১৪। শা'বান ও শবেবরাত– মাওলানা মুনতাসির আহমদ রাহমানী, ১৫। মীলাদুন্নবী ও বিভিন্ন বার্ষিকী– অধ্যাপক শাইখ হাফিজ মাওঃ আইনুল বারী আলিয়াবী,১৬। আল-আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান ও আল আক্বীদাহ আল ইসলামীয়াহ– মুহাম্মাদ জামীল যাইনূ, ১৭। ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনে ইসলামী দিক নির্দেশনা –ঐ, ১৮। মিনহাজ আল-ফিরকাতুন নাজীয়াহ– ঐ, ১৯। মৌলূদ শরিফ– মাওলানা আবু তাহের বর্ধমানী, ২০। সুন্নাত ও বিদ'আত– মাওলানা আঃ রহীম, ২১। বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে– মাওঃ জিল্লুর রহমান নাদভী, ২২। শবে বরাত– ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ২৩। বিদ'আত– মুনৌওয়ার বিন আব্দুল আযীয, ২৪। ইসলামী বিশ্বকোষ– ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২৫। শব-ই-বরাত এর ইতিহাস– মাওলানা আঃ রউফ খুলনা, ২৬। ঈদ-ই মিলাদুন্নবী উদযাপন মাহফিল– আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম, ২৭। বেহেশতের সরল পথ– সাদরুদ্দীন আহমাদ, ২৮। আইনী তোহফা সালাতে মোস্তফা– অধ্যাপক শাইখ হাফিজ মাওঃ আইনুল বারী আলিয়াবী, ২৯। ইসলামী অনুষ্ঠানের নামে কতিপয় অনৈসলামিক প্রথা– ইঁ নিয়ার শামসুদ্দীন আহম্মদ, ৩০। মিলাদ ও কিয়াম– মাওলানা আসীর সিদ্দীকী, ৩১। আহলে হাদীস দর্পণ, ৩২। সাপ্তাহিক আরাফাত, ৩৩। দৈনিক খেলাফত, ৩৪। আল বাহায়ের- সাহিত্য সাময়িকী, ৩৫। শরিয়ত ও প্রচলিত কুসংস্কার- মুফতী মওলানা ইব্রাহীম খান।

http://islaminonesite.wordpress.com